KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৩৩ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, ([illegible] নং ২) কলকাতা - ১২
Collection : KLMLGK	Publisher বীরেন্দ্র নারায়ণ মিত্র
Title অনুভব (ANUBHAV)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number 1/1 1/3 1/4 1/8 1/11 2/7	Year of Publication : July 1974 Sep 1974 Oct - Nov 1974 Feb - March 1975 July 1975 / Jan 1976
	Condition : Brittle Good
Editor	Remarks

C.D. Rol No. KLMLGK

জয়ন্তকুমার সম্পাদিত

অনুভব

কবিতার মাসিক

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

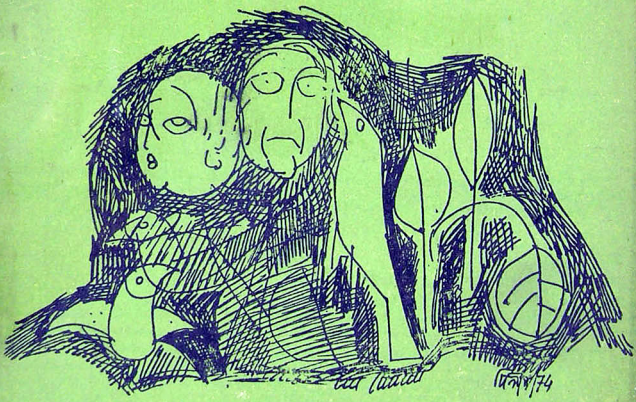

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অনুভব

নবপর্যায় । বর্ষ ১ সংখ্যা ৮ ।
ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৭৫

শলভের জন্য ভয় হয়

অনেক দেরি হয়ে গেছে ! অনেক দেরি··· অনেক দীর্ঘপথ ঠিক করে নিয়েছি আমরা··· ! ছিঁড়ে ফেলে দাও ইতিহাসকে ! আজকের কথা বলো···আজকের···। আমাদের হাতে এখন কোনো তীক্ষ্ণধার ছুরি নেই, জ্বলন্ত মশাল দরকার।

হিন্দী কবি শলভ শ্রীরাম সিং মাঝে মাঝে ভীষণ রেগে যান। কেননা, আগুনের চুল্লীতে নেমে আসছে শতাব্দী। তিনি দেখতে পান, বাজারে লক্ষ লক্ষ জিনিষ বিক্রী হয় একই সঙ্গে, তবু সকলের পছন্দ একরকম নয়। কেই ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ, কেউ বন্দুকের। যারা লাঙ্গল এবং কোদাল বানায়, তাদেরই হাতে তৈরি হয় বন্দুক, রাইফেল, মেসিনগান।

আমরা যখন কবিতা নিয়ে আন্দোলন করছি, তখন তাঁর কথা ভাবতে ইচ্ছে করছে। আমরা কেউ আছি ধার্মিকের শাসনে, কেউ অধার্মিকের কিংবা নাস্তিকের। শলভ কারো শাসন মানে না। সম্পূর্ণত স্বাধীন। স্বভাবত তার বিদ্রোহের একটা নিজস্ব ধরণ আছে। ওকে বাদ দিলে এখন হিন্দী কবিতার কলকাত্তাই পরিমণ্ডল কেমন যেন নিরুত্তাপ, নিরিমিষ নিরিমিষ মনে হয়।

শলভ লেখেন হিন্দীতে, কিন্তু নিশ্বাস নেন পশ্চিমবাংলার অতি-নাগরিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। তাঁর চিন্তায় দার্শনিকতা আছে, কিন্তু প্রথাসিদ্ধ বিনয় নেই। তিনি চলাফেরায় ভীষণ ভদ্র, কিন্তু আত্মমর্যাদায় ঘা পড়লে গর্জন করে ওঠেন। তাঁকে নিয়ে আমাদের ভয় হয়। তিনি বলেন, কুকুর আর সমালোচকদের আমি ঘৃণা করি।

তাহলে তিনি কি ?

শলভ বলেন, আমি প্রেমিক, আমি বিদ্রোহী, আমি ফ্রাস্ট্রেটেড— কি নই ? ভালোবাসি হাড়, মাংস আর নিষিদ্ধ পানীয়।

একটি মোরগের কাহিনী

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে,
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায় —
আরো দু'তিনটি মুরগীর সঙ্গে।

আশ্রয় যদিও মিললো,
উপযুক্ত আহার মিললো না।
সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটালো সেই মোরগ
ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত —
তবুও সহানুভূতি জানালো না সেই বিরাট শক্ত ইমারত।

তারপর শুরু হলো তার আঁস্তাকুড়ে আনাগোনা:
আশ্চর্য! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগলো
ফেলে দেওয়া ভাত-রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার!

তারপর এক সময় আঁস্তাকুড়েও এলো অংশীদার —
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা দু'তিনটে মানুষ:
কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেলো বন্ধ হয়ে।
- খাবার! খাবার! খানিকটা খাবার!
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বার বার চেষ্টা করলো প্রাসাদে ঢুকতে,
প্রত্যেকবারই তাড়া খেলো প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে -
'প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবার!'

তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেলো,..
একেবারে সোজা চলে এলো
ধবধবে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে;
অবশ্য খাবার খেতে নয় —
খাবার হিসেবে ॥

— সুকান্ত ভট্টাচার্য

এই সব প্রশ্নের উত্তরে : একটি চিঠি | গৌরাঙ্গ ভৌমিক

কবিতা কি? কবিতা আমার কাছে জীবনের সুন্দরতম আর্তনাদ — এই উত্তর আমি অনেককে দিয়েছি। আপনাকেও দিতুম। কিন্তু আর্তনাদ শব্দটি আমার কাছে ভীষণ লাউড মনে হয়। এর পরিবর্তে কান্না, ক্রন্দন ইত্যাদি শব্দের কথা ভেবেছি। কোনটাই জুৎসই মনে হয় না। আসলে আমি জানি না কবিতা বস্তুটা কি। আমার কবিতা আমার নিজের কাছেই একটা সময়ের পর খারাপ লাগতে থাকে। এজন্যে আমি বিরক্ত।

আপনি জানতে চেয়েছেন, আমার কাছে কবিতার বিকল্প অন্য কিছু আছে কিনা।

—আছে বোধহয়। সেটা আমি জানি না। কবিতাকেই তো আমি বেছে নিয়েছি বিকল্প হিসেবে। কবিতা আমার জীবন-যাপনের বিকল্প উপায়। কে যেন আমাকে অনেকদিন আগে একটা প্রশ্ন করেছিলেন, আমি বেঁচে আছি কেন? তার উত্তরে আমি বলেছিলুম, কবিতার জন্য বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয়, তাই। এখন বুঝতে পারছি, সেটা সত্য নয়।

কার জন্য লিখি?

—নিজের জন্য। আমি আমার কবিতায় আমাকেই দেখি, আমাকেই দেখতে // চাই, অন্যকে দেখার কথা ভাবতেও পারি না। সন্দেহ নেই, আমার মাতৃভাষা বাংলা। তবু আমার কবিতার ভাষা যেন তাকে সম্পূর্ণত মেনে চলে না। এমন কি আমার গলার স্বর আমার দেশবাসীর কারোর সঙ্গেই একাকার নয়।

আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, তাহলে আমি কি স্বার্থপর?

—হ্যাঁ। বোধহয় তাই। এই যে প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়ি, বিচলিত হই— এর কারণ বোধহয় আমি আয়নায় নিজেকে দেখলে চিনতে পারি। এক-একদিনের খবরের কাগজ পড়ে আমি শোকাহত হই, কেননা, খরা, প্লাবন দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে আমি আক্রান্ত হতে চাই না। চাষীরা মরে গেলে আমি খাব কি? কলে জল না এলে আমি চান করব কোথায়? যুবক-যুবতীরা মরে গেলে আমার কবিতা পড়বে কারা? এ রকম নানা ভাবনায় আমার ঘুম আসে না। ভীষণ স্বার্থপরের মতো আমি সকলকে সুখী দেখতে চাই, সমৃদ্ধ দেখতে চাই, হাতের মুঠোয় পেতে চাই।

আপনি জানতে চেয়েছেন, আমি দেশপ্রেমিক কিনা। এ প্রশ্নের উত্তর দেব না। বেশ কিছুকাল আগে লেখা একটা কবিতার কয়েকটা লাইন উদ্ধৃত করছি। উত্তরটা আপনি ভেবে নিন।

"আমার সমস্ত স্মৃতি নষ্ট করে আমি পুনরায়
এদেশেই জন্ম নেব কোনো এক দুঃখিনীকে মা ডাকার তীব্র প্রলোভনে,
এ আমার শেষ মন্ত্র, প্রার্থনা সভায়।"*

---

*জয়ন্তকুমারকে লেখা চিঠি।

মাকড়সা, দমকল, পাখিরা ইত্যাদি | *হরপ্রসাদ মিত্র*

১

এক ছায়া যায় সরে, তখন অন্য ছায়ার জালে
ইন্দ্রিয় যে মাকড়সা, সে তন্তুতে জড়ালে
জড়িয়েই যায়, জড়িয়েই যায়, জড়িয়েই যায় সব।
রাতের গুলিশ বাঁশি বাজায়,—তখন অসম্ভব
দূর কুকুরের ঘেউ ঘেউ বা একলা মোটর গাড়ি।
বুকের মধ্যে অভিজতা খুঁজতে থাকে বাড়ি

বাড়ি কোথায় ? বাড়ি কোথায় ? কোন্ গলিটা কার ?
সব ঢেকেছে পর্দাতে কে ? সব যে অন্ধকার !

অন্ধকারই রূপসজ্জা, অন্ধকারই গান—
এক নাটকের মধ্যে নাটক ভাঙছেই খান্ খান্

আমার জীবন তোমার জীবন দুই মিলে হোক এক।
ভেবেছিলুম ভালোবাসায় সকল পরিত্যাগ
ভোর বেলাকার শিশির যেমন অম্লানে মাঠময়,
নিঃশব্দের ঠাণ্ডা হাতে তেমনি সহজ হয়।

হয়নি তো তা, ইচ্ছে না তা,—হয় কি বা না হয় ?
ভাবনারা সব বেঁচে থাকে অক্ষয়, অক্ষয়।

২

মাকড়সাটা কুঁকড়ে যাচ্ছে, মাকড়সা ফের ছড়াচ্ছে।
অনুভূতির ঢেউগুলো সব পাথর হয়ে গড়াচ্ছে।

মাকড়সাটার কী সরু ঠ্যাং ! কখন জাগে ঘুমোয় বা,
সেই ছিঁড়ে যায় জালটা মিহি, কেমন করে জোড়েই বা !

ঝড় বাদলে রোদ্দুরে বা শীত গ্রীষ্মেও নিরন্ত
এক নাটকেই আছে, কিন্তু কাহিনী তার অনন্ত।

৩

অনেক রকম হৈ হৈ হয়—তারাই তো গুমগুম।
সব শব্দই শূন্য উঠে নিজ্‌ঝুম নিজ্‌ঝুম।
কোন্ শূন্যে উড়ছে পাখি ? কোন্ শূন্যে যায় ?
কে দেখতে পায় তাকে ? কে দেখতে পায় ?

৪

ফুটপাথে লাল কমলারা আর আপেলরা হাসছেই,
ঝাঁকা মুটের ঝাঁকায় ঝাঁকায় বাজার পালাচ্ছেই।
ভিখিরিদের ঘর-সংসার দ্যাখেন নারায়ণ,
দমকা হাওয়ায় হঠাৎ আগুন—ঘন্টাটা চং চং।
লাল গাড়িটা আসছে তেড়ে, ধলেশ্বরীর জল
সখদুঃখের মধ্যে এ কী অদ্ভুত দমকল।

জেলখানা—এ জেলখানা—এ, এই যে সবাই আছি,
বেঁচে-থাকার চিটেগুড়ের মাছি না মৌমাছি ?

নুনাবতী উপোস করেন জয়পুরে জয়পুরে,
আত্মশুদ্ধি ব্যাপারটা কি ? সেদিন মধুপুরে
মুরগির ঠ্যাং খেতে খেতে বলেছিলেন কে ?
স্টাফ-রিপোর্টার চেকুর তুলে সিগারেটের ট্রে
ছুঁতে ছুঁতেই পালিয়ে গেল, রইল বাকি যা
আমি নিলুম তিনটি এবং তিনি নিলেন তা।

তা ভাল, তা ভাল—কিন্তু দমকলটা বেশ।
বহ্নিশিখায় গুরু না কি বহ্নিশিখায় শেষ ?
দমকলটায় লালবাড়িটায় নীল উদির ভিড
বুকের মধ্যে অগ্নিদাহের ফাটল কিংবা চিড় !

৫

আঃ-হা-হা-হা ধন্যাত্মক শব্দে শব্দে গড়া
অনেক রকম ঘাত-প্রতিঘাত ঘটকালিময় ছড়া।
দপ্তরী বই বাঁধছে বসে জ্বালিয়ে তেলের কুপি,
জীবন তো একেই বলে !—কারচুপি, কারচুপি !

মির্জাপুরের গলির মধ্যে নকশালীদের বাসা,
শহীদ-মিনার নামটা শীতের অদ্ভুত ধোঁয়াশা !

চক্‌মকি কই ? চক্‌মকি কই ? অসম্ভবের মানে
কোন ঢং ঢং ঘন্টা কাকে উতল করে আনে ?

৬

লাল গাড়িটার তাড়ায় তাড়ায় ট্রাফিক গেলেও থমকে
বুক-দুরদুর না ঘটলেও উঠছেই কেউ চমকে।

কে তুমি, কে তুমি—কোথায় ? কে তুমি, কে তুমি
কেঁপে উঠছে বুকের মধ্যে অনেক জন্মভূমি।

কবিরুল ইসলামের কবিতা

এই জন্মে মাত্র একবার

একজন্মে একবারই সম্ভব শুধু
এক জন্মে মাত্র একবার
বাকি সব আধময়লা ঢিলে পাজামার মতো
বিবর্ণ অভ্যাস মালা ঃ
চুম্বন চুম্বন নয়, আলিঙ্গন আলিঙ্গন নয়!

একবারই শিশির ঝরে এক জন্মে মাত্র একবার॥

□

আড়াল

এই আত্মগোপনতা আমারই আড়ালে
প্রত্যেকের একটা করে ঘর আছে
একটা করে মায়াবী তোরঙ্গ আছে
যা কিছু গোপন সবই স্থায়ী ও সুন্দর!

এই আত্মগোপনতা অজ্ঞাত প্রবাস নয়
বরং টেলিফোনের এপারে ওপারে, ডাক-বাক্সে
নির্জন চিঠির মতো
আত্মীয়তা পড়ে ওঠে ক্রমশ ভিতরে

উন্মোচনে যেন ঘর অন্ধকার করে শোয়া॥

অরুন গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা

ছুঁয়ে ফেললে

কখনো কখনো কিছু ছুঁয়ে ফেললে
বৃষ্টিপাত হয়ে যায় বুকে
যেমন মাছের কাঁটা, ভাঙা মাটি, দোলনার দড়ি
কেননা আবহমানের মরা খালে জেগে থাকে ভয়
মৃত্যু অব্দি চুকে পড়ে সটান তখনি।

সারা সকালের মত উঠে আসে শীতের সাহস
তবু ঘাম অতর্কিতে মুছে নেয় শরীরের তাপ
অবিরাম চোখ থেকে অবিরাম বৃষ্টি খসে যায়
কখনো কখনো কিছু ছুঁয়ে ফেললে যেমন
রাত্তির, মেঠো রোদ।

এমনি ঠিকই থাকি বেড়ে উঠি বয়সে বয়সে
তবু দেখি ছেলেবেলা ছুঁয়ে ফেললে,
ঢিলে ছাদে চিল ডাকলেই
দৃশ্যমান দুপরেরা কেঁপে পড়ে চোখ থেকে পথের দুধারে।

ঘরের ভিতরে পরবাসে

কোন কোন রাত জুড়ে নিষিদ্ধ শিশিরে
পায়ের ওপরে পা টলমল, ভাঙা তলোয়ার
যখনই পালক কাটে কেউ কেউ বাড়ির পিছনে
ফেলে আসে মৃতদেহ নয়তো-বা কামানো খেজুর
বুকে রেখে ফিরে যায় নখের আদর, নারী ফেলে।
ভাঁড়ের ঝোলানো দড়ি খেজুরের গাছে
ঝুলতে থাকে বয়স সমান

গ্রামীন দীঘির পাড়ে পুড়ে যায় রাতের বাতাস সারারাত
তবুও ফেরার দেরী করে ফেলে মেলার ফেরৎ কোন ভাঁড়
শেষ রাত উগরে দেয় ঘাসের নিশুতি আলপথে
তখনো ভ্রমর খুঁজে ক্লান্ত হয় কেউ কেউ বুকের গোপনে
অতি সংগোপনে রাখা বালিয়াড়ী দূর ফাঁকা চর
খুঁজে ফেরে দুই চোখে অপহৃত অবসর. ভোর
মনসার কাঁটা নড়ে ঝিঁঝির দুচোখে আসে জল
অথচ হঠাৎ কেউ বলে ওঠে অকস্মাৎ উঠোনের কোণে
ফিরে যাও একা একা হাওয়া এসে খোঁজ নেবে
ঘরের ভিতরে পরবাসে।

খাবার থালায় / দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সাদা হলুদ জামা গায়ে লোকটা বিক্রী করত আপেল
তার বউ শান্তি—সে আনত সেফটি পিন, চুলের কাঁটা
আমাদের জন্যে

আমাদের জন্যে আজ শান্তশিষ্ট একটা গর্দভ
প্রাণ দেবে খাবার থালায়
খাবার থালায় লাফিয়ে ওঠে চাঁদ, গ্রহতারকা
পাঁচটা রুটির মহাদেশ !
রুটি দাঁতে ছিঁড়ে খাই, নাকি করি গ্রাস ? করি না বিজয়
দেশোদ্ধার···

লোকটা যে বিক্রী করত আপেল আর তার বউ শান্তি
আজ সোজাসুজি উঠে আসে খাবার থালায়।

পরেশ মণ্ডল

কবিতা-সম্পর্কে

কবিতা হচ্ছে আত্মগোপনের ইতিহাস। শব্দ তার মাধ্যম। তাই শব্দকে ঘিরে মতো সংগ্রাম। শব্দের সংস্থান বদলে, শব্দকে গুঁড়ো করে, গুঁড়োগুলোকে উল্টেপাল্টে জুড়ে দিই। আবার অপরিচিত শব্দকে পরিচিতির মধ্যে খুঁজতে চাই। পরিচিতকে অচেনা পটভূমিতে। এবং প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা করতে করতে চলি। কেননা জীবন এক পরীক্ষাকেন্দ্র। কেননা আমি জীবনকে ভালোবাসি। কেননা আমি মানুষকে ভালোবাসি। বোধ হয়, এক রক্তাক্ত ভালোবাসা থেকেই কবিতার জন্ম। এবং কবিতার অন্য নাম যুদ্ধ। নিজের সঙ্গে নিজের। আর সে যুদ্ধের প্রকাশ নতুন আঙ্গিকে। কিন্তু বিশেষ কোনো আঙ্গিক যখন পরিণতির শেষ বিন্দুকে স্পর্শ করে তখন তাকে ছুঁড়ে ফেলি। নতুন আঙ্গিকের খোঁজ করি।

ট্রেন

ট্রেনটা নিঃশব্দে ছুটে চলেছে
রাতের বাঁশি বাজিয়ে
জন্মভূমির দিকে
আদিম চারণক্ষেত্রের জন্যে
শৈশব পেরিয়ে
শৈশবহীনতায়
আর
আমি এক মূঢ় যাত্রী উপায়হীন
চেয়ে আছি বিপদসূচক ঘন্টাধ্বনি শুনবো বলে
লাল সংকেতের আকাঙ্ক্ষায়
ট্রেনটা নিঃশব্দে ছুটে চলেছে

বুকের মধ্যে ঘরের মধ্যে / নির্মল হালদার

বুকের মধ্যে ঘরের মধ্যে ভাঙছে প্রাচীর
কেউ নেই।
নাভিকুণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালাও তুমি
জাগতে দাও
জলের সঙ্গে জল-খেলায় নেমে পড়বে হাঁস
নেমে পড়বো আমি
কে আছ এই রাস্তায়
ফুল ও ফসল কই—কোথায় মন্দির ?
নাভিকুণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালাও তুমি
নাচো নগ্ন নাচ
বুকের মধ্যে ঘরের মধ্যে ভাঙছে প্রাচীর।

কঠিন বড়ো / সৈকত রক্ষিত

কিসের ভয়ে ফালতু প্রস্তু, এই মুহূর্তে সট্‌কে দেবো
আমার বড়ো কব্জি কঠিন, পাহাড় উল্টে পটকে দেবো
কী আছে আর ইতি উতি একলা আমি যা পারি না
হৃদয় এবং ভালোবাসার পিত্তি আমি চটকে দেবো

ধেৎতেরিকা মখচ্ছিরি এবং যতেক মাসাল ডিপি
কোপ কটাক্ষ খামচানি আর ওসব আমি ধার ধারি না
বাগে পেলে সমূলে সব বনস্পতি মটকে দেবো
কঠিন বড়ো কব্জি আমার গাণ্ডীব গাইও পটকে দেবো

স্থির তুমি নিসর্গপট / কল্লোল মজুমদার

পাথরে পা রেখে বসে আছো স্থির সত্য
ডাহুকীর ডাকে আমি ফিরে যাবো
ধ্যানভঙ্গ সৌন্দর্য-সন্তাপে
বসে থাকো তুমি স্থিরচিত্ত, স্থির সত্য
এস্তাবেই অনন্তকাল
স্থির তুমি নিসর্গপট ধূলোহীন চালচিত্র
একাল সেকাল বহুকাল কিংবা ক্ষণকাল
ক্ষণকাল বহুকাল সেকাল একাল—
কোনো কালগন্ডি নয় শুধু স্থির
স্থির যেন ঘটপত্র নতজানু কোমল কুসুমে

পাথরে পা রেখে বসে আছো স্থির সত্য
ডাহুকীর ডাকে আমি ফিরে যাবো
ধ্যান-ভঙ্গ সৌন্দর্য-সন্তাপে—

সমুদ্র হারিয়ে গেছে, দিশাহারা মেঘ / অশোক দত্ত

উচ্ছিষ্ট ব্যথায় মেশানো প্রতিশোধ সযত্নে রক্ষিত আছে
রৌদ্রে-নাচা জীবনের কাছে
সমুদ্র হারিয়ে গেছে দিশাহারা মেঘ
তুমি বৃষ্টি থামাও
বৃষ্টি আজ থেমে গেলে এক জোড়া সূর্য দেখা যাবে—
এক জোড়া সূর্য আজ পাহাড় ফাটাবে।

হরিপদ দে-র কবিতা

মোনালিসার হাসি

বেদানা ফুলের মতন
তোমার অহংকারী ভালবাসাই চেয়েছিলাম
প্রতি গোধূলীতে অপেক্ষা করেছি
হাতে নিয়ে
আধ ফোটা ফুলের গন্ধ।
স্মৃতি নির্মাতন ক'রে
রবীন্দ্র সংগীতের দু'একটা কলি
আমার গলায় সুর করে খেলাতাম
শুধু তোমাকে অপরূপ করবার জন্য

যেন দা ভিঞ্চি মোনালিসার ধ্যানে!

একদিন চমকে উঠলাম
বুকের তীব্র যন্ত্রণায়
চোখ ফেরালাম
তোমার রূপের ইন্দ্রধনু থেকে
বুকে তোমার হাত রাখি
শূন্য হৃদয় ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে
পৌঁছে যাই মৃত্যুর কাছাকাছি
তখন মুখোমুখি দাঁড়ায় মোনালিসার হাসি।

নগ্ন দ্বিধা

সমস্ত শরীর জুড়ে তোমার অচেনা অন্ধকার
তুমি গৈরিক বসনে আগন্তুকের মত এক নগ্ন দ্বিধা
তোমার দরজায় থমকে দাঁড়ায় আলো
উষ্ণীষ খুলে কুর্নিশ করে সম্রাট
তোমার অপাঙ্গে খসে পড়ে ব্রীড়া সন্ন্যাসীর কৌপীন থেকে।

তোমার বুকে, নিশ্বাসে, কপালে
ঝুঁকে পড়া চুলে পুরুষার্থ সমর্পিত।
উপচে-ওঠা বুকের সমীপে তোমার
ঘটে যায় সহস্র উল্কাপাত প্রতিনিয়ত
১০৪ ডিগ্রি উত্তাপে পুরুষ মৌমাছিরা মৃত্যুর শাসন
তুচ্ছ ক'রে গুঞ্জন তোলে। পৃথিবীকে
শূন্য মনে হয়! তার নভোকেশ-স্পর্শ-করা পাহাড়
তিন পৈঁচী সাগর, ধ্বসে-পড়া হিমবাহ
রোষে ও অপমানে ফুঁসে ওঠে।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, জরা ও ব্যাধির অপচয়ী হাত
আচ্ছন্ন করে নিখিলের বিপুল আয়োজন
সেই মুহূর্তে ভ্রুক্ষেপহীন এক সাহস
তোমার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে সর্বস্ব অর্পণ করে।

যে দিক দিয়েই যাও / শিশির ভট্টাচার্য

যেদিক দিয়েই যাও আর যেমন করেই যাও
হে বিদগ্ধ নায়ক, শেষ পর্যন্ত তুমি পৌঁছে যাবে ঠিক
জীবনের আদিম গুহার যেখান থেকে একদিন
সুরু করেছিলে তোমার পদযাত্রা।
অনেক সূর্যোদয় পেরিয়ে,
অনেক অমাবস্যা ডিঙিয়েও
দেখবে একদিন হে জ্ঞানরুদ্ধ তাপস
তোমার আজন্ম সঞ্চিত প্রজ্ঞার সমস্ত সম্ভার
চামড়ার জুতোর মত সিংহ দুয়ারের বাইরে
রেখেই দেউলে ঢুকতে হবে তোমাকে।
এবং—
শেষ কপর্দকটুকুর বিনিময়েও দাঁড়াবেনা আর
তোমার অর্বাচীন সেই পথপ্রদর্শক।

বই, কবিতার বই

সার্থক সমালোচনা ইদানীং সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে বিশেষ বেরোয় না। বোধহয় সমালোচকেরা বিদায় নিয়েছেন। তাঁদের জায়গা জুড়ে বসে আছেন সাংবাদিকেরা। চিঠিপত্রে পাঠকের মনোভাব কিছুটা ধরা পড়ে। তাও আংশিক। অনেকে সৌজন্যের খাতিরে চিঠি লিখে থাকেন। সেসব চিঠিপত্র সমালোচকের মন নিয়ে লেখা নয় বুঝতে পারি। তবু আন্তরিক। এ সংখ্যায় আমরা রবীন সুরের কাব্যগ্রন্থ আনুষঙ্গিক আর্তনাদ' প্রসঙ্গে কয়েকটি চিঠি ছাপলুম। চিঠিগুলি রবীন সুরেরই কাছে লেখা।

কবির কাছে চিঠি

॥ ১॥

আপনার কাব্যগ্রন্থ 'আনষঙ্গিক আর্তনাদ' পেয়েছি। ধন্যবাদ জানবেন। যেদিন। বইটি পেয়েছিলাম, সেদিনই পড়েছিলাম, আজ আবার পড়লাম। ভালো লেগেছে।

মামুলি অর্থে নয়, প্রকৃত ও গভীর অর্থেই আপনি মানুষের এবং একালের কবি এবং অবশ্যই আধুনিক কবি। বিশদ করে বলতে হলে, যে-কবিতায় প্রকৃত-প্রতিষ্ঠ মানুষের সখদুঃখের চিরায়ত ভাষা সমকালের বাক্-শৈলীতে উচ্চারিত হয়, আমার মতে তা-ই আধুনিক কবিতা। আপনার কবিতায় আমার এই সংজ্ঞার রূপায়ণ পেয়েছি বলেই আপনাকে আধুনিক কবি হিসেবে নন্দিত করছি।

আপনার নাম-কবিতা এবং অন্যান্য কয়েকটি কবিতা ('কারা এসেছিল', 'ম্যানহোলের অন্ধকূপ থেকে ভোরের প্রার্থনা', 'এখানে' ও 'কবিতা') বিশেষভাবে ভালো লেগেছে। কয়েকটি উক্তি মনে দাগ কাটে, এবং নিয়মিত কবিতা পড়েন না এমন পাঠকেরও মনে অনুরণন জাগাবেঃ 'ফুলের দোকানগুলি কসাইরা কিনে নিয়েছে', রাত্রির আঁধারে/পাঁজরে বুলেটবিদ্ধ অসনাক্ত গলিত শবের/কয়েকটি মূবক শুধু অহংকারে শুয়ে থাকে/ম্যানহোলের অন্ধকূপে ভোরকে জাগাতে', 'ক্ষীরখেজুর গাছের নিবিড় আড়ালে কোন বৈশাখের গ্রামে/স্তব্ধ দুপুরে শালিখ-দম্পতি উচ্চকিত ছিল', 'এক আকাশ রোদ্দুর যেমন লেন্সের ভিতর/···নিজস্ব গন্তব্যে পৃথক পৃথক দরকারের সার্থকতায় ছড়িয়ে যাবে'।

আপনার কাব্য সংকলন ১৯৭০-৭২ সময়-সীমায় লিখিত কবিতার গ্রন্থনায় প্রকাশিত দেখতে পাচ্ছি। পশ্চিমবাংলার তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই অশান্ত অস্থির বৎসরগুলি নানাভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, অথচ এই সময়কার ইতিহাস আমাদের

সাহিত্যে কেন সপ্রাণ হলো না ভাবতে অবাক লাগে। আপনার কাব্যগ্রন্থে সেই অশান্ত অস্থির ও তাৎপর্যময় দিনগুলিকে (ভয়াবহ বলব না) প্রত্যক্ষ করলাম, ইতিহাসের ছাত্র এবং সাহিত্যের পাঠক হিসেবে তৃপ্ত হলাম। আপনাকে অনুরোধ করব, আপনি যা ভাবেন, যেমনভাবে ভাবেন তাই লিখবেন, আর দশজন কবি মশঃ প্রার্থীর মতো বিশেষ পত্রিকা বা প্রতিষ্ঠানের সুরে সুর মিলিয়ে লিখবেন না। তাতে আপাতত হয়তো কিছু বাস্তব অসুবিধার মুখোমুখি হতে হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনি আপনার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবেন না।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত
রীডার, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

॥ ২॥

গতকাল বিকেলে আপনার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আনুষঙ্গিক আর্তনাদ' পেয়েছি। আজ আপনার পোস্টকার্ড পেলাম।

'আনুষঙ্গিক আর্তনাদ' পাওয়ার পরে পাতা উল্টে দু'একটি কবিতা পড়ে ঘন্টাখানেকের মধ্যে সব কটি কবিতা পড়ে ফেলি। তারপর রাতে আর একবার কবিতাগুলি স্থির হয়ে পড়েছি। বুঝতেই পারছেন, নবীন আর প্রবীণের মধ্যে (আপনার-আমার) কালিক দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও, উভয়ের মনের তারগুলো এক সুরে বাঁধা না থাকলে এরকম ব্যাপার ঘটতে পারত না। অর্থাৎ এক নিশ্বাসে কয়েক ঘন্টার মধ্যে কবিতাগুলি বেশ কয়েকবার আমি পড়ে ফেলতে পারতাম না।

'আনুষঙ্গিক আর্তনাদ' (শেষ কবিতাটি) অসাধারণ এবং প্রায় প্রতিটি কবিতা, যেমন 'কারা এসেছিল' ইত্যাদি। কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৭০-৭২। তাই থেকে মনেহয় আপনাকে আমি চিনি জানি বুঝি, যদিও আপনাকে আমি চিনি না বা জানি না। তবু মনেহয় আপনি বোধহয় আমারই একজন পরমাত্মীয়—মনেহয়—।

—বিনয় ঘোষ
১ মে ১৯৭৪

॥ ৩ ॥

আপনার মেজাজের অনেকখানি বোধহয় আপনার দীর্ঘ কবিতায় ধরা পড়েছে হঠাৎ শেষ হওয়া সত্ত্বেও। 'অসংলগ্ন শব্দগুলি ছানাকাটা দুধের মতন' বা 'সকলেই পাশাপাশি তবু সঙ্গতকারণেই প্রত্যেকেই অপরিচয়ে নৈকট্যবিহীন' বেশ ঋজু কবিতার লাইন: কয়েকটি ছোট কবিতাও ভালো লেগেছে। বোধহয় আপনাকে একটু বেশী কথা বলার ঝোঁক কাটাতে হবে। আরও কম কথায় বেশী বলা যায় না?

— অসীম রায়
২. ৫. ৭৪

॥ ৪ ॥

আপনার ১৯/৪-এর চিঠি ও দুখানি বই পেয়েছি। আপনার লেখা শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন, আন্তরিকতায় উজ্জ্বল। বিশেষণগুলো মামুলি ঠেকবে যাদের কাছে, তারাও জানবেন এগুলি প্রয়োগ করা যায় আজকালকার কম লেখার ক্ষেত্রেই। জাত-কবি আপনি, আমার মনেহয় একমাত্র কবিতা লেখাতেই আপনার আনন্দ।

লোকনাথ ভট্টাচার্য
২৭. ৪. ৭৪

সেই যুবক দুটি / জয়ন্তকুমার

তরতাজা যুবক দুটি বাস থেকে অতর্কিতে ছিটকে পড়ে গেল—
এ রকম অনেকেই ছিটকে পড়ে যায়।
ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে কাল তারা সন্ধে রাতে তারা শুনেছিল।

তখনো তো ঘটতে পারত ঘটনাটা, যাকে আমরা দুর্ঘটনা বলি,
এখন ঘটেছে বলে চতুর্দিকে এত গণ্ডগোল?
ছাকের গর্জন শুনে শান্ত এক মঠ থেকে ভেসে এল যেন কোলাহল,
গাড়ির চাকায় পিষ্ট দেখল ওরা দুটি জবাফুল?

অনুভব ॥ কবিতার মাসিক ॥ বর্ষ ১ সংখ্যা ৮ ॥ ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৭৫ ॥ মাট পয়সা
ANUBHAV (Poetry Monthly), VOL. I No. 8. Feb. & March 1975. PRICE 60 P.

বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে সম্পাদিত
আধুনিক বাংলা কবিতার দুটি সংকলন ব্যতীত নির্ভরযোগ্য তৃতীয় কোনো সংকলন নেই। জয়ন্তকুমার সম্পাদিত এই সংকলনটি দ্বিভাষিক। মূল বাংলার পাশাপাশি হিন্দী হরফে হিন্দী অনুবাদও স্থান পেয়েছে। এর আগে এমন সংকলন আর বেরোয়নি।

আধুনিক বাংলা কবিতা

জয়ন্তকুমার অনূদিত ও সম্পাদিত

ম্যাপলিথো কাগজে, মনো-টাইপে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ বহু রঙের। চার শতাধিক পৃষ্ঠার এই বিপুলায়তন গ্রন্থের দাম মাত্র ত্রিশ টাকা জুন মাসে বেরুবে।

আমাদের প্রকাশিত আরো কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ
অশুভ সঙ্গীত ॥ গৌরাঙ্গ ভৌমিক ॥ চার টাকা
নদীর সময় ॥ গৌরাঙ্গ ভৌমিক ॥ তিন টাকা
ঘুমন্ত দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ ॥ শলভ শ্রীরাম সিং
অনুবাদ জয়ন্তকুমার ॥ তিন টাকা ॥
এই তো এখানে ॥ জয়ন্তকুমার ॥ দশ টাকা

□

কৃষ্ণ ধরের কাব্য-নাটক
পদধ্বনি পলাতক ॥ চার টাকা

উল্কা প্রকাশন ৩৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, আণ্ডারগ্রাউণ্ড ২
কলকাতা ১২

. EDITOR : JAYANTKUMAR
Published by Sri Virendra Nath Mishra from 33, Chittaranjan Avenue (Underground No. 2) Calcutta-12 Printed by A.K. Dey Hazra from Chandimata Printers & Stationers, Haripur Road, Cuttack-1.
Cover : DILIP MUKHOPADHYAY